শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব: দারিদ্র্য বিমোচনের মূল চালিকা শক্তি হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সে কারণে জনবহুল বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর নতুন দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমশক্তি শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনায় নতুন শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং অদক্ষ শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। সে লক্ষ্যে শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং শান্তিপূর্ণ শ্রমসম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। ৮ম পঞ্চবার্ষিক (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) পরিকল্পনায় শ্রমিকের উচ্চতর উৎপাদনশীলতা অর্জন এবং উচ্চ আয়ের শোভন কর্মসংস্থান সৃজনে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সে লক্ষ্য পূরণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১.২ Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ১৫, ২৮, ৩৮ ও ৪০ অনুচ্ছেদের আলোকে এবং আই.এল.ও. (ILO)কনভেনশন অনুসরণে শ্রমনীতি ও শ্রমিক কল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এবং রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধান ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন, নারী কর্মীসহ সকলের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমিক ও কর্মচারিদের কল্যাণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শ্রমিকদের কল্যাণে গৃহীত এ সকল পদক্ষেপ ও কার্যক্রম সম্পন্ন হলে তা দেশে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা :

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ আইন ও নীতি প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে:

- আই.এল.ও (ILO) কনভেনশন অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ শ্রমগোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের অধীনে শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিধিমালায় নারী শ্রমিকদের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে এবং যথাযথ কর্মপরিবেশ বজায় রাখার জন্য কর্মজীবী মহিলাদের প্রতি যুক্তিসংগত আচরণের বিধান রাখা হয়েছে;

- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান।

৩.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ

শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ:

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমমজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে আসবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা গুলোতে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ বাড়বে।

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন:

শ্রমিক-কর্মচারী, মালিক এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে কলকারখানায় নারীদের জন্য কর্মপরিবেশ উন্নত হচ্ছে। এতে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স উন্নয়ন:

গর্ভবতী নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ও শিশুকক্ষ স্থাপনের ফলে কর্মক্ষম নারীর বৃহৎ অংশ কলকারখানার শ্রমিক হিসেবে প্রবেশ করছে। ফলশ্রুতিতে আর্থিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নারী শ্রমিকদের জন্য কাজ করা সহজতর হচ্ছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
১.	শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন ও শিল্পে কমপ্লায়েন্স বজায় রাখা	• শ্রমিকদের কল্যাণে বিদ্যমান আইন, নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সে বিষয়গুলো তদারকির জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে এ দুটি অধিদপ্তরের কাযক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। • শিল্প কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শ্রমিকদের (নারী ও পুরুষ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ যাবতীয় কল্যাণ তথা ডিসেন্ট ওয়ার্কপ্লেস নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকরাও উপকৃত হচ্ছেন। • বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কলকারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়নের কাজ যথা- বেতন-ভাতাদি, কর্মপরিবেশ, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, ওয়াশরুমের ব্যবস্থা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। • কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে মার্চ/২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপনের জন্য ৫,২৭৬ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬,১০৬টি ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও, নিয়মিত পরিদর্শন, উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও সহযোগিতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৪,৯৫৯ জন নারী শ্রমিককে ৫৯,১৬,৭৪,৭৪৩/- (উনষাট কোটি ষোল লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশত তেতাল্লিশ) টাকা মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। • কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতাধীন 'Gender Equality and Women's Empowerment at Workplace Project' এর মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তরসমূহের জন্য 'Operational

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
		strategy to prevent and respond to Gender based violence and Gender Discrimination in the workplace' নামীয় স্ট্রাটেজি প্রণয়ণ ও অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদিত GBV স্ট্রাটেজি বাস্তবায়নে খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ মডিউলের আওতায় চা বাগানে কর্মরত শ্রমিক ও ম্যানেজার, শিল্প পুলিশ, গার্মেন্টেসে কর্মরত শ্রমিক ও ম্যানেজার, বিজিএমইএ, চা মালিক সমিতি ও চামড়া শিল্প মালিক সংগঠনের সাথে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, এ্যাডভোকেসি সভা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের প্রশিক্ষণ মডিউলেও এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। • নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছাকাছি তাদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রম অধিদপ্তর এর আওতাধীন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র বন্দর, নারায়ণগঞ্জ এর ৫৫ শতক নিজস্ব জমিতে ০৯ (নয়) তলা ভবনে মোট ৬০৮ জন শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র কালুরঘাট, চট্টগ্রাম এর ১০১ শতক নিজস্ব জমিতে ০৬ (ছয়) তলা ভবনে মোট ৯১০ জন শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে ০২ টি শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেলের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। • রাজশাহীর তেরখাদায় নির্মিতব্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটে ০৬ তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মান করা হচ্ছে।
২.	দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি	• ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, সাধারণ শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের শ্রম প্রশাসন, শ্রম ব্যবস্থাপনা, শ্রম আইন, শ্রম মান, শ্রম কল্যাণ, মানবীয় সম্পর্ক, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকগণকে শ্রম আইন, শ্রম স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এসব প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৬০%-৮০% এবং নারী শ্রমিক কর্মকর্তার সংখ্যা ২০%-৩০%।
৩.	শিশুশ্রম নিরসন	• 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি পর্যায়ে ৯০,০০০ শিশু শ্রমিককে ১৮ মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৯টি ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রণোদনাস্বরূপ প্রতিমাসে ১৬০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের প্রশিক্ষণকালীন উপবৃত্তি প্রদানের ফলে দরিদ্র প্রশিক্ষণার্থীরা দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি আর্থিকভাবেও লাভবান হয়েছে। • 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প (২০১৮-২০২৫) এর মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১,০০,০০০ শিশু শ্রমিককে (বালক-বালিকা) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উক্ত পেশা থেকে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হবে। এ লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য ৬ মাস মেয়াদি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৪ মাস মেয়াদি দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণকালে প্রত্যেক শিশুকে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে মাসিক ভাতা প্রদানের পরিকল্পনা আছে। ১২ জেলার ১৪টি সিটি কর্পোরেশন এবং ২টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা

৫.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ

দপ্তরের নাম	কর্মকর্তা (%) ১-৯ম গ্রেড				কর্মচারী (%) ১০ম-২০তম			
	২০২০-২১		২০২১-২২		২০২০-২১		২০২১-২২	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
সচিবালয়	৫৭.৫৭	৪২.৪৩	৬০.৬০	৩৯.৪০	৭৪.৬৯	২৫.৩০	৭৬.৮২	২৩.১৭
শ্রম অধিদপ্তর	৬৬.৬৭	৩৩.৩৩	৬৬.৬৭	৩৩.৩৩	৮৩.৩৭	১৬.৬৩	৮৩.২৯	১৬.৭১
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	৭৯.৮১	২০.১৯	৭৯.৫০	২০.৫০	৭৬.২০	২৩.৮০	৭৬.৫০	২৩.৫০
শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	৮৭	১৩	৮৭	১৩	৯৫.৫	৪.৫	৯৫.৫	৪.৫
নিম্নতম মজুরী বোর্ড	৫০	৫০	৫০	৫০	১০০	-	১০০	-

৫.২ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান

ক্র. নং	প্রকল্প /কার্যক্রম		পরিমাপের একক	২০১৯-২০		২০২০-২১		২০২১-২২	
				পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্প									
১	'Gender Equality and Women's Empowerment at Work Place' শীর্ষক প্রকল্প		সংখ্যা	৫০০	৪১০০	৫৬০	২৫৭০	-	-
২	'পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প		সংখ্যা	-	-	-	-	১৮০০	১৭০
৩	'নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার ঝুঁকি নিরূপন' শীর্ষক প্রকল্প		সংখ্যা	-	-	-	-	৭৭০	৩০
৪	'ILO-RMG Phase-II' শীর্ষক প্রকল্প		সংখ্যা	৯৬	১৮	৯৮	১৬	১৯৭	৩৭
শ্রম অধিদপ্তরের কার্যক্রম									
৫	শ্রমিকদের বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং পরিবার পরিকল্পনার পরামর্শ ও সেবা প্রদান	স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকৃত	সংখ্যা	২২৬৮৭	৪৪৩০০	৩৯২৯৬	৫৫৮০৫	৭০০৭৫	১০০০৭৫
		পরিবার পরিকল্পনার সেবা প্রদানকৃত		১৪০৬৭	১৮১১২	১২০৬১	৩৪১১২	১০৮০৫	২৮০০৫
৬	শ্রমিকদের জন্য চিত্ত বিনোদন সেবা প্রদান	চিত্ত বিনোদন সেবা প্রদানকৃত	সংখ্যা	৬০৩১২	৪৭৭২০	৫০০২৮	৬০৫৫৩	৪০৫১৪	৬৩৫২১
৭	শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের শ্রম আইন, শিল্প সম্পর্ক ও শ্রম প্রশাসন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী	সংখ্যা	৪০০২	২২৩২	৪৪৩৮	২১৫৫	২৫০২	১২৬৯

৫.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩			সংশোধিত ২০২১-২২			বাজেট ২০২১-২২			প্রকৃত ২০২০-২১		
		নারীর হিস্যা			নারীর হিস্যা			নারীর হিস্যা			নারীর হিস্যা	
	বাজেট	নারী	শতকরা হার	সংশোধিত	নারী	শতকরা হার	বাজেট	নারী	শতকরা হার	প্রকৃত	নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৬৭৮০৬৪	২২৯৮১৬	৩৩.৮৯	৫৯৩৫০০	২০৩৭৫১	৩৪.৩৩	৬০৩৬৮১	১৯৮৫৮৭	৩২.৯	৪৬০১৬০	১৫১৩৭৪	৩২.৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৩৫৬.৫৫	১৪৯.০৫	৪১.৮	৩৫৯.৮৫	১৫৭.১৫	৪৩.৬৭	৩৬৫.০১	১৫০.১৫	৪১.১৩	১৭১.৭৬	৬৯.০৪	৪০.২
উন্নয়ন বাজেট	১৫৮	২.৮	১.৭৭	২২১.০৮	৫৭.৩১	২৫.৯২	১৮৫.৭৩	২৯.১৯	১৫.৭২	৭৪.৮৯	৪২.৮৫	৫৭.২২
পরিচালন বাজেট	১৯৮.৫৫	১৪৬.২৫	৭৩.৬৬	১৩৮.৭৭	৯৯.৮৪	৭১.৯৫	১৭৯.২৮	১২০.৯৬	৬৭.৪৭	৯৬.৮৭	২৬.১৯	২৭.০৪

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৬.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত অর্জন		
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
১	২	৩	৪	৫
কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা	%	২৭০০	১৬৬০	১৫০০
শিশুশ্রম নিরসনকৃত শিল্প সেক্টর		-	-	০৩

৭.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ

৭.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি	অগ্রগতি
০১	দেশীয় শিল্প কারখানায় কর্মরত মহিলা কর্মীদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ;	• 'Gender equality and women's empowerment at workplace' প্রকল্পের আওতায় চা বাগানে কর্মরত শ্রমিক ও ম্যানেজার, শিল্প পুলিশ, গার্মেন্টেসে কর্মরত শ্রমিক ও ম্যানেজার, বিজিএমইএ, চা মালিক সমিতি ও চামড়া শিল্প মালিক সংগঠনের সাথে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, এ্যাডভোকেসি সভা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • মার্চ/২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ৬,১৬০ টি ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। • ২০২১-২২ অর্থ-বছরে ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র থেকে (জুলাই-মার্চ ২০২২ পর্যন্ত) ২৮,৯৪৭ জন নারী শ্রমিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছেন।
০২	নারী শ্রমিকের জন্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ আশ্রয় ও আবাসনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;	• নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলের কাছাকাছি তাদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শ্রম অধিদপ্তর এর আওতাধীন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র বন্দর, নারায়ণগঞ্জ এর ৫৫ শতক নিজস্ব জমিতে ০৯ (নয়) তলা ভবনে মোট ৬০৮ জন শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র কালুরঘাট, চট্টগ্রাম এর ১০১ শতক নিজস্ব জমিতে ০৬ (ছয়) তলা ভবনে মোট ৯১০ জন শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে ০২টি শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেলের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। • রাজশাহীর তেরখাদায় নির্মিতব্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটে ০৬ তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মান করা হচ্ছে।
০৩	দেশের সকল শিল্প সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণের	ডিসেন্ট ওয়ার্কপ্লেস নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকরাও উপকৃত হচ্ছেন।

ক্রমিক নং	বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি	অগ্রগতি
	পরিবেশ সৃষ্টি করা;	
০৪	কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মীদের সম মজুরি/উপযুক্ত মজুরী নিশ্চিতকরণ;	জাতীয় শ্রম নীতি, ২০১২-তে নারী শ্রমিকদের জন্য সমমজুরি ও সমতা বিধানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
০৫	সরকারি ও বেসরকারি কর্মস্থলে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ও যৌন হয়রানি বিরোধী কমিটি গঠন;	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহে যৌন হয়রানি বিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৭.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য : জাতীয় শ্রম নীতি, ২০১২ তে নারী শ্রমিকদের জন্য সমমজুরি ও সমতা বিধানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আইএলও-এর ৩৫টি কনভেনশনের মধ্যে ৭টি কনভেনশনে নারী শ্রমিকদের অধিকার ও সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে প্রায় ৪০ লক্ষ কর্মরত নারী-পুরুষের মধ্যে ৮০ ভাগই নারী। তাদের অধিকার এবং ক্ষমতায়ন সম্পর্কে সচেতনতার জন্য শ্রম অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে যাচ্ছে। । শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের বিষয়টি সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে গার্মেন্টস শিল্পসহ ৪৩টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি পুনঃ নির্ধারণ করেছে। গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫,৩০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮,০০০/- টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। যাতায়াত, চিকিৎসা, খাদ্য ও ডে-কেয়ার সেন্টারসহ মাতৃত্বকালীন ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নির্ধারিত হওয়ায় নারী উন্নয়নে এটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে।

শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮)-এর ধারা ২৩৪-এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। শতভাগ রপ্তানীমূখি গার্মেন্টস সেক্টরের জন্য একটি কেন্দ্রীয় তহবিল এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন (ন্যূনতম ১০% মহিলা সদস্য) সংরক্ষণের জন্য শ্রম আইনে বিধান রয়েছে যা শ্রম অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠিরর প্রায় ৯০ ভাগই নারী। গৃহকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি এবং মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫' শিরোনামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহকর্মীদের মজুরি নির্ধারণ, অধিকার এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। আশা করা যায় এ নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে গৃহকর্মীদের স্বার্থ ও তাদের সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যাবে।

৭.৩ নারী উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচি/প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন' শীর্ষক প্রকল্পের ৩ (তিন) টি পর্যায়ে ৯০,০০০ (নব্বই হাজার) শিশু শ্রমিককে ১৮ মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ৬ মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে শিশুদের সংশ্লিষ্ট ট্রেডের আলোকে প্রয়োজনীয় উপকরণ

সরবরাহ করার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের উপকারভোগী শিশুদের মধ্যে মেয়ে শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত।

উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রায় ৩২৪ কোটি (তিনশত চব্বিশ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক একটি প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১৮-এ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১২-২০১৮ পর্যন্ত ৬ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৩টি এলাকায় (ঢাকা, চট্রগ্রাম, ঈশ্বরদি) ডরমেটরি ও ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ এবং দেশের উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার ৯,০২০ যুব মহিলাদের গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নারীবান্ধব শ্রমনীতি প্রণয়নের প্রেক্ষাপটে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা রোধে 'প্রমোটিং জেন্ডার ইক্যুয়্যালিটি এন্ড প্রিভেনটিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এ্যাট ওয়ার্ক প্লেস' প্রকল্পটির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের জেন্ডার ভায়োলেন্স, Sexual and Non Sexual Harassment এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের অধীন দেশের নারী কর্মজীবিদের প্রশিক্ষিত করার জন্য বন্দর, নারায়ণগঞ্জ ও কালুরঘাট, চট্টগ্রামে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মিত হচ্ছে।

৭.৪ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে নারীর জীবনমান : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দেশে এবং বিদেশের শ্রম বাজারে নারীর অধিক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নারী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, কমর্সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং কর্মরত নারী শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে দেশীয় শ্রমবাজারে বিশেষ করে তৈরি পোষাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের বর্ধিত হারে অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিদেশের শ্রমবাজারেও নারী শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করছে। Sustainable Development Goals-এর Goal 8 বাস্তবায়নে লিড মিনিস্ট্রি হিসাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কতৃক বিভিন্ন টার্গেট অর্থাৎ টার্গেট 8.5, 8.7 এবং 8.8 (সকল প্রকার শিশু শ্রম নিরসন, শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং সমকাজে নারী পুরুষের সমমজুরি নিশ্চিতকরণ) বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ নারী শ্রমিকের জন্য সমমজুরি ও সমঅধিকারের উপর গুরুত্বারোপসহ নারী শ্রমিকদের জন্য সকল ধরনের মজুরি বৈষম্য নিরসনের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) এর ধারা-৯৩, ৯৪ ও ৯৫ এ মহিলা শ্রমিকদের জন্য বিশ্রাম কক্ষ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসহ মহিলাদের কল্যাণে বিশেষ ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের অধীন ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে যার মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬০-৮০ ভাগ। এছাড়া শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে কোন শ্রমিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে কর্মে অক্ষম হলে, অসুস্থ হলে অথবা কর্মস্থলে আহত হলে তাদেরকে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়।

শ্রম অধিদপ্তরের পরিদর্শকদের নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের বাংলাদেশ শ্রম আইনের ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরের মোট মাতৃত্বকালীন সুবিধাপ্রাপ্ত নারী শ্রমিক সংখ্যা ১৪,৯৫৯ জন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র থেকে (জুলাই- মার্চ ২০২২) ২৮,৯৪৭ জন নারী শ্রমিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণ এবং শিল্প-কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনায় আহত ৩৩ জন শ্রমিক ও নিহত ৫৪ জন শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কেন্দ্রীয় তহবিলের মাধ্যমে মৃত্যুজনিত আর্থিক সহায়তা বাবদ ৪,৮৫০ জন, চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ২,৩০২ জন এবং শিক্ষা বৃত্তি বাবদ ৭৫৩ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ শিশুশ্রম কাজে নিয়োজিত 'শিশুশ্রম নিরসন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৯০,০০০ জন শিশু শ্রমিকের মধ্যে মেয়ে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ২৭,৪৬৮ জন এবং ছেলে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৬২,৫৩২ জনকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে (২০১৮-২০২৫) ১,০০,০০০ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম থেকে প্রত্যাহার ও তাদের পুনর্বাসন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত হয়েছে, কর্মরত নারী শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করায় তাদের উৎপাদনশীলতা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নারী উন্নয়নে তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৭.৫ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে নারীর উন্নত জীবনযাপনের সাফল্যগাঁথা:

মোসাম্মৎ কানিজ ফাতেমা, পিতা-মোঃ আক্কাছ আলী, মাতা-মুজিলা খাতুন, বয়স-২৭। তিনি হক বিস্কুট লিমিটেড-এ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। তিনি প্রায় ৩ বছর আগে কাজে যোগদান করেছেন। তার স্বামী ও ২ সন্তান নিয়ে ঢাকা শহরের তেজগাঁও এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। স্বামী রিক্সা চালক। তিনি তেজগাঁও এলাকায় হক বিস্কুট লিমিটেড-এ প্রথমে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা বেতনে চাকুরি করতেন। প্রতিদিন ৮ ঘন্টা দায়িত্ব পালন করেন। ওভারটাইম থাকলেও নিজ কর্মে আগ্রহ বা উৎসাহ পেতেন না। একজন শ্রমিক হিসেবে তাঁর পরিবারের উজ্জল ভবিষ্যত সম্পর্কে যেমন ধারণা ছিল না, তেমনি একজন শ্রমিকের অধিকার, মজুরি, কর্ম-ঘন্টা, কর্মপরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য এবং একটি কারখানার মুনাফা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। স্বামীর দৈনিক আয় হতো ২০০/- (দুইশত) টাকা এবং নিজের মাসিক আয় ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা, উভয়ের এত স্বল্প আয় দিয়ে ঢাকা শহরে বাড়ি ভাড়া, খাওয়া ও সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে হিমশিম খেতেন এবং মানবেতর জীবন যাপন করতেন। সন্তানদের অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি ভীষণ দুশ্চিন্তায় ভুগতেন। এতে তিনি নিজের কর্মের প্রতি একসময় অমনোযোগী হয়ে পড়েন। কর্মে মনোযোগ না থাকায় তাকে চাকরি হতে বাদ দেয়া হবে মর্মে একাধিকবার সতর্ক করা হয়েছিল। এতে তিনি আরও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন।

একসময় কানিজের শ্রম অধিদপ্তরের অধীন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স' এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের পর তার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিসহ অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তার সামাজিক/পারিবারিক জীবন পরিবর্তন করলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাকে অনুসরণ করে অন্যান্য সহকর্মীরা অনুরূপ সফলতা পেয়েছেন। তিনি বর্তমানে ১২,০০০/- (বারো হাজার) টাকা মাসিক বেতন পাচ্ছেন। এতে তার পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে। বাড়ী ভাড়া প্রদান, খাওয়া ও সন্তানদের লেখাপড়ার কোন সমস্যা হচ্ছে না। তার ইচ্ছা সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

চিত্র-প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে সার্টিফিকেট হাতে মোসাম্মৎ কানিজ ফাতেমা

৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ:

- নারী শ্রমিকদের যথাযথ পুষ্টির ঘাটতি;
- সকল শিল্প সেক্টরে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণের অনুকূল কর্মপরিবেশের অভাব;
- নারী শ্রমিক/কর্মকর্তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকল শিল্প কারখানায় আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা না থাকা;
- শিল্প কারখানায় নারী শ্রমিক/কর্মকর্তা বিশেষ করে ল্যাকটেটিং মা'দের জন্য 'ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার' এবং তাদের বাচ্চাদের জন্য 'ডে-কেয়ার সেন্টার' ব্যবস্থা না থাকা;
- নারী শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের সঠিক পরিচর্যার অপ্রতুলতা।

৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- নারীদের কারিগরি শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৃত্তি প্রদান;
- নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার জন্য শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে আরও শক্তিশালী করা;
- দেশের সকল শিল্প সেক্টরের নারীদের অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য দূরীকরণে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;
- নারী শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা করা;
- নারীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি ও বাজারমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- নারী শ্রমিক/কর্মকর্তাদের জন্য শিল্প কারখানায় আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা করা;
- শিল্প কারখানায় নারী শ্রমিক/কর্মকর্তা বিশেষত ল্যাকটেটিং মা'দের জন্য 'ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার' এবং তাদের বাচ্চাদের জন্য 'ডে-কেয়ার সেন্টার' এর ব্যবস্থা করা।